পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ৪ । সংখ্যা ৬ । জুন ২০২৫

শোভন কর্মপরিবেশে গড়ে উঠুক টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি

ফিচার

অনানুষ্ঠানিক খাতে মর্যাদাবান, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে RAISE প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও অনানুষ্ঠানিক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে বর্তমানে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত (লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০২৩), যার বড় অংশই ক্ষুদ্র উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর প্রায় ২০-২১ লক্ষ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, যাদের অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতেই কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছেন।

তবে এ খাতে কর্মপরিবেশ এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায়নি। অধিকাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোগেই নেই নিরাপদ অবকাঠামো, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস বা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। পেশাগত সুরক্ষা সরঞ্জামের অভাব, ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণের ঘাটতি কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলছে। সামাজিক দিক থেকেও নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ায় আয়বর্ধনমূলক কাজে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া, শিশুশ্রম, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, বিশ্রামের সুযোগের অভাব এবং শ্রমিক অধিকার সম্পর্কে উদ্যোক্তা ও কর্মী উভয়েরই অজ্ঞতা বা উদাসীনতা কর্মীদের আত্মবিশ্বাস ও সম্ভাবনার বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায়, শোভন কর্মপরিবেশ না থাকার কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোগগুলোর সর্বোচ্চ বিকাশ ব্যহত হচ্ছে।

শোভন কর্মপরিবেশ বলতে বোঝায় এমন একটি কর্মস্থল যেখানে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সম্মান, ন্যায্য মজুরি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক নিরাপত্তা, মানসিক স্বস্তি, বৈষম্যহীনতা এবং শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের পরিবেশ। শোভন কর্মপরিবেশ দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, যা সামগ্রিকভাবে কর্মদক্ষতা ও ব্যয় সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখে। এর ফলে কর্মস্থলে দুর্ঘটনার হার হ্রাস পায়, কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোগ টেকসই হয়।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-৮ (সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন)-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা এ অভীষ্ট অর্জনে সরাসরি অবদান রাখবে।

এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ, পেশাগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, নিরাপদ যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে নির্দেশনা প্রদান এবং ফায়ার সেফটি সামগ্রীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, কর্মস্থলে নিরাপত্তা বিষয়ক দিকনির্দেশনা ও সচেতনতামূলক পোস্টার স্থাপন, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন সরবরাহ এবং নিয়মিত মনিটরিং ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ-এর এ উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। এটি শুধুমাত্র RAISE প্রকল্পভুক্ত এলাকাতেই নয়, বরং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর জন্যও একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে; মানবিক, নিরাপদ ও টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে; উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও সচেতনতা বাড়বে; এবং শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। পাশাপাশি, নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। RAISE প্রকল্পের এ ধরনের সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতকে আরও মানবিক, দক্ষ ও টেকসই রূপে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)

	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি	অর্জন	নারী
	৯০,০০০ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে ১৬ দিনব্যাপী 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ	৭৭.২%	৭১.৯১%
	কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৫০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে ৩ দিনব্যাপী 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ	৯৯.৯%	৭৭.৫৩%
	শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত ৪৩,০০০ জন বেকার তরুণকে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি ও ৫ দিনব্যাপী 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ	৭৪.৪%	৩৯.৬৪%
	শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯,০০০ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন	৭৪.৩%	২৯.১৬%
	সফলভাবে শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী ২৪,৭৩২ জন তরুণের কর্মসংস্থানের হার	৬৪.৯%	৩৬.৬৪%
	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৪,৫০০ জন শিক্ষানবিশের মধ্যে Recognition of Prior Learning (RPL) লেভেল-১ সম্পন্নকারী শিক্ষানবিশ	৪২.৪%	৬৪.১০%

উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ অগ্রগতি

তরুণ উদ্যোক্তা	কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা	শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী তরুণ উদ্যোক্তা	মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন
ঋণ ১,০৫০.৬ কোটি টাকা	ঋণ ৫০০ কোটি টাকা	ঋণ ৯.৭ কোটি টাকা	ঋণ ৩২.৫ কোটি টাকা
উদ্যোক্তা ৭৮,৫৫৬ জন	উদ্যোক্তা ৫০,০০০ জন	উদ্যোক্তা ৮৬৬ জন	উদ্যোক্তা ১,৭৫৫ জন
নারী ৮৩.৬৪%	নারী ৭৭.৫৩%	নারী ৫৯%	নারী ৪২.৯৬%

RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম

প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ ও উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণ করে নিজস্ব কর্ম এলাকায় বিভিন্ন আউটরিচ কর্মকাণ্ড যেমন: উঠান বৈঠক, হাট-বাজার সভা, মাইকিং, ঋণ সমিতির সভা, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় ৭,২৭১ জন তরুণের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ২৪,৭৩২ জন শিক্ষানবিশ এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ৬ মাসব্যাপী এ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ অভিজ্ঞ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও, দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় শিক্ষানবিশদের 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩২,০০৩ জন শিক্ষানবিশের মধ্যে ১২,৬৮৬ জন নারী (৩৯.৬%)। সফলভাবে শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী তরুণদের মধ্যে ১৬,০৬৭ জন তরুণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে ২,৩৪৭ জন তরুণ নিজের উদ্যোগ শুরু করেছেন।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার অনুকূলে প্রায় ১,৮৮৮.৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রায় ১,২৪৮.৪ কোটি টাকা, শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের জন্য ৪৯.৭ কোটি টাকা এবং মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ৯০.৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহ ৭৮,৫৫৬ জন তরুণ উদ্যোক্তার মাঝে ১,০৫০.৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। পাশাপাশি, সহযোগী সংস্থাসমূহ শিক্ষানবিশি সম্পন্নকারী ৮৬৬ জন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তার মাঝে ৯.৭ কোটি টাকা এবং ১,৭৫৫ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনের মাঝে ৩২.৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ৬৯,৪৪৬ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায়ের পরিবেশ, ছোটো উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় শ্রেণিকক্ষভিত্তিক সেশনের পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণ ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পরিদর্শন ও উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পান।

প্রসঙ্গত, এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ প্রায় ৩০% সম্প্রসারণ হয়েছে।

মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশার্স

যথাযথভাবে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৬,৬৯০ জন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, পূর্ববর্তী ব্যাচে ওরিয়েন্টেশনপ্রাপ্ত মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদেরকে রিফ্রেশার্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনদের প্রায় ৯,০০০ উদ্যোগে কারিগরি ও অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে 'স্থায়ী শিখন কেন্দ্র'-তে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ

RAISE প্রকল্পের PSC-এর সভা

১১ মার্চ এবং ৬ মে ২০২৫ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক-এর সভাপতিত্বে Project Steering Committee (PSC)-এর যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভাদ্বয়ে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক ৩য় সমন্বয় সভা

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সভাপতিত্বে RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক ৩য় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের তরুণদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য বিদেশে সম্মানজনক কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, "বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য মানসম্মত কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের তার বক্তব্যে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নির্ভর কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর আগে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী Progress of RAISE & Future Pathways শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন।

সকালে সভার উদ্বোধন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা। এ অধিবেশনে মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণসমূহ ও করণীয় বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন RAISE-এর উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী ও এস এম খালেদ মাহফুজ এবং ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট মোঃ তরিকুল ইসলাম।

সভায় RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও সমন্বয়কারীবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিভাগের প্যানেল লিডারবৃন্দ, ডিলিং অফিসারবৃন্দ, এবং RAISE প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান-এর সাথে বিশ্বব্যাংক-এর গ্লোবাল ডিরেক্টর ফর সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড লেবার-এর সভা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ডিরেক্টর ফর সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড লেবার ইফফাত শরীফ। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে ইফফাত শরীফ বলেন, পিকেএসএফ একটি অনন্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে।

এ সভায় বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং অপারেশনস অ্যানালিস্ট মাসুদ রানা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তীসহ RAISE প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ইফফাত শরীফ। তরুণদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে RAISE প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষানবিশি কার্যক্রমকে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে তিনি অভিহিত করেন।

'Project Management and Leadership for Development Professionals' শীর্ষক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২১-৩০ মে ২০২৫ পর্যন্ত থাইল্যান্ড-এর Asian Institute of Technology (AIT)-এ RAISE প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত 'Project Management and Leadership for Development Professionals' প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ১২ জন কর্মকর্তা এবং RAISE প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার ৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

‘তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান’ বিষয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর সাথে সভা

৩ জুন ২০২৫ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ ও ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর মধ্যে তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, দক্ষ জনশক্তি গঠনে কারিগরি জ্ঞানের পাশাপাশি সফট-স্কিলস, বিশেষ করে ভাষাগত দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পিকেএসএফ কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশদের ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সভায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ হতে কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বসসহ অন্যান্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘হিসাব ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

RAISE প্রকল্পভুক্ত সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট-এ নিয়োজিত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে ‘হিসাব ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ছাড়াও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সভার উদ্বোধনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ বলেন, নির্ভুল হিসাবরক্ষণ প্রকল্পের কাজের গতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেলক্ষ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার আহবান জানান তিনি। এ কর্মশালায় ৩০টি সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট-এর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

‘Changing Nature of Livelihoods’ বিষয়ক আলোচনা সভা

১৪ মে ২০২৫ তারিখে ‘Changing Nature of Livelihoods’ বিষয়ক একটি আলোচনা সভা পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ হতে ‘Informal Firms in Urban Bangladesh’ শীর্ষক জীবিকায়ন (Livelihood) সংশ্লিষ্ট গবেষণার সারসংক্ষেপ-এর ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার কর্মকর্তা এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৩ মে ২০২৫ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর একই প্রতিনিধি দল শরীয়তপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন জীবিকায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এরপর নুসা-এর প্রধান কার্যালয়ে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পভুক্ত শিক্ষানবিশ, মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন (ওস্তাদ) এবং তরুণ উদ্যোক্তা ছাড়াও সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমভুক্ত উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

Financial Management System মডিউলের UAT সেশন

২৩ ও ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় RAISE প্রকল্পের উদ্যোগে প্রস্তুতিব্য Financial Management System (FMS)-এর খসড়া মডিউলের ওপর User Acceptance Testing (UAT) সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ সেশনের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ।

এ সেশনে FMS-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অংশীজনদের ঋণ ও অনুদান কার্যক্রমের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করা হয়। এ সেশনে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিভাগের সকল প্যানেল লিডার, সংশ্লিষ্ট প্যানেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ ও প্রকল্পসমূহের আইএন্ডটি, ফাইন্যান্স ও অডিট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং FMS-এর ওপর মতামত প্রদান করেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিবের RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্মসচিব মুহাম্মদ রেজাউল করিম ২৫ মে ২০২৫ তারিখে মৌলভীবাজার জেলায় সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশ ও মাস্টার ক্র্যাফটপার্সনবৃন্দ তাদের জীবনে প্রকল্পের প্রভাব ও সফলতার গল্প তুলে ধরেন। এ সময় তারা বলেন যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সহায়তায় তাদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এতে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক এবং RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই দিন যুগ্মসচিব মুহাম্মদ রেজাউল করিম এবং পিকেএসএফ প্রতিনিধিবৃন্দ RAISE প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংক-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের RAISE প্রকল্প পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে ঢাকা জেলার ধামরাই ও সাভার উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ ও গর্ব প্রত্যক্ষ করা তার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক ও প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ফাইন্যান্স অফিসার তিপাওয়ান ভুটাপ্রতীপ বলেন, 'প্রকল্পভুক্ত তরুণ ও উদ্যোক্তারা কমিউনিটিতে যে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছেন তা অসাধারণ, এবং এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে একজনকে এগিয়ে নেওয়া মানে অনেককেই একসাথে এগিয়ে নেওয়া'।

এ পরিদর্শনে আরো ছিলেন বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান, পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্পের সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, উপ-সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়াও, বিশ্বব্যাংক-এর Environmental and Social Framework (ESF) দল ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সার্বিক কার্যক্রমে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে।

পিকেএসএফ-বিশ্বব্যাংক সমীক্ষা

RAISE কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ পরিচালনায় সম্পন্ন Tracer Study on RAISE Apprenticeship Program-এর ফলাফলে দেখা গিয়েছে, শিক্ষানবিশি কার্যক্রম তরুণদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের প্রথম তিনটি কোহোর্ট/ইনটেক-এর ২,৫২৯ জন শিক্ষানবিশের ওপর করা এ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ৬৪% মজুরিভিত্তিক চাকরিতে, ২৪% স্ব-কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন; কোহোর্ট ১-এ বেকারত্বের হার ১৩% থেকে নেমে কোহোর্ট ৩-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭%-এ। চাকরিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৮১% পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত এবং ৫৯% প্রশিক্ষণ শেষে এক মাসের মধ্যেই কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশিক্ষণের মান ও পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষানবিশ ও মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন উভয়ের সন্তুষ্টি লক্ষণীয়। ৯৮% শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণকে "good" বা "excellent" বলেছেন এবং মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনগণও নিজেদের শিক্ষানবিশকেই প্রথমে নিয়োগ দিতে আগ্রহী।

অন্যদিকে, ৯৩% শিক্ষানবিশ জানিয়েছেন, শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর তাঁদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং ৯০% মনে করেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আধুনিক সরঞ্জামের অভাব, মূলধন সংকট এবং নারীদের জন্য প্রচলিত ট্রেডের বাইরে সম্পৃক্ততায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এখনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, ট্রেডভেদে প্রশিক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি, চাকরির সংযোগ জোরদার, ডিজিটাল ও উদীয়মান ট্রেড অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নারী-সংবেদনশীল উদ্যোগ গ্রহণের। সার্বিকভাবে, গবেষণাটি প্রমাণ করছে যে, RAISE শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মবিশ্বাসের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

দক্ষতার আলোয় কেয়া'র নতুন পথচলা

নীলফামারীর সৈয়দপুরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম কেয়া আক্তারের। সংসারের টানাপড়েন আর অল্প বয়সে বিয়ে জীবনের স্বপ্নগুলোকে আড়াল করে দিয়েছিল। দুই সন্তানের মা হয়ে সংসারের দায়ভার সামলালেও মনের ভেতরে ছিল কিছু করার অদম্য ইচ্ছা।

২০২৪ সালে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মোটর সাইকেল সার্ভিসিং ট্রেডে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে কেয়া জীবনে নতুন আশার আলো খুঁজে পান। ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে তিনি শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতাই অর্জন করেননি, বরং নিজের আত্মবিশ্বাসও গড়ে তুলেছেন। প্রকল্প থেকে ভাতা হিসেবে পাওয়া ২১ হাজার টাকার প্রতিটি পয়সা তিনি ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগান। তার কথায়, "প্রশিক্ষণের এক টাকাও অপচয় করিনি, সব দিয়েছি যন্ত্রপাতি কিনতে।" এই দূরদর্শিতা তাঁকে দ্রুত স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

প্রশিক্ষণ শেষে কেয়া স্বামীর মোটর সাইকেলের সিট বাঁধাইয়ের ছোটো দোকানে যুক্ত হয়ে সার্ভিসিং ও ওয়াশিং চালু করেন, যা দোকানের সেবার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই দোকানটি একটি পূর্ণাঙ্গ মোটরসাইকেল সার্ভিসিং সেন্টারে রূপ নেয়। আগে যেখানে সকল খরচের পর মাসিক আয় ছিল মাত্র ১০ হাজার টাকার মতো, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে ১৮ হাজার টাকা।

কেয়ার এই সফলতা কেবল পারিবারিক সচ্ছলতাই বাড়ায়নি, বরং সমাজে নারীর সক্ষমতারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি সার্ভিসিং সেন্টারটিকে আরও বড় করে সেখানে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

উদ্ভাবনী কৌশলে তাসফিয়া'র স্বপ্ন পূরণ

ঝিকরগাছার শিক্ষকপাড়ার তরুণ উদ্যোক্তা তাসফিয়া ছোটোবেলা থেকেই ভিন্ন কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। যশোর জেলার ঝিকরগাছা ফুল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ছয় বছর আগে অল্প কিছু মূলধন নিয়ে তিনি ফুল থেকে সাবান ও আতর তৈরির কাজ শুরু করেন। শুরুটা ছিল একেবারেই পারিবারিক; তিনি ও তার বোন মিলে তৈরি পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা বাড়ে; আর সেই আস্থাই তাঁকে নতুন পথে হাঁটার সাহস দেয়।

বর্তমানে তাঁর উদ্যোগ 'তৃণয় ক্রিয়েশন'-এ অর্গানিক সাবান ও আতরের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে হলুদ গুড়া, আলু গুড়া ও মেহেদি গুড়া। আধুনিক ব্লেন্ডার মেশিন ব্যবহার করে পণ্যকে আরও মানসম্মতভাবে প্রস্তুত ও প্যাকেটজাত করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠানে এখন তিনজন নারী ও একজন পুরুষ কর্মরত আছেন। এছাড়া বাজারজাতকরণে কমিশনভিত্তিক আরও দুইজনকে যুক্ত করেছেন।

RAISE প্রকল্প থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে তাসফিয়া ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পান। বর্তমানে তাঁর বিনিয়োগ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা এবং মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৩০-৩৫ হাজার টাকায়। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ তাঁকে নেটওয়ার্কিং-এ আত্মবিশ্বাসী করেছে।

তাসফিয়া আজ তার এলাকার নারীদের জন্য এক অনুপ্রেরণা–নিজের মেধা, অধ্যবসায় এবং সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, স্বপ্ন থাকলে নারীও হতে পারে সফল উদ্যোক্তা।

উপদেশক
মোঃ ফজলুল কাদের
মুহম্মদ হাসান খালেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

ফিচার প্রবন্ধ
মোঃ শাহীনুর রহমান
মোঃ দেওয়ান জিন্নাহ্

প্রচ্ছদ ছবি
মোঃ ফয়জুল তারিক চৌধুরী

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট
শেহরীণ সাবা

সার্বিক সহযোগিতায়
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ
RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, সহযোগী সংস্থা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
www.pksf.org.bd | pksf@pksf.org.bd | RAISE প্রকল্প | pksf.raise@gmail.com